অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক  
তখন আমি ছিলেম শয়ন পাতি ।  
বিশ্ব তখন তারার আলোয় দাঁড়ায়ে নির্বাক,  
ধরায় তখন তিমিরগহন রাতি ।  
ঘরের লোকে কেঁদে কইল মোরে,  
‘আঁধারে পথ চিনবে কেমন ক’রে?’  
আমি কইনু, ‘চলব আমি নিজের আলো ধ’রে,  
হাতে আমার এই-যে আছে বাতি ।।’  
বাতি যতই উচ্চ শিখায় জ্বলে আপন তেজে  
চোখে ততই লাগে আলোর বাধা,  
ছায়ায় মিশে চারি দিকে মায়া ছড়ায় সে-যে-  
আধেক-দেখা করে আমায় আঁধা ।  
গর্বভরে যতই চলি বেগে  
আকাশ তত ঢাকে ধুলার মেঘে,  
শিখা আমার কেঁপে ওঠে অধীর হাওয়া লেগে-  
পায়ে পায়ে সৃজন করে ধাঁদা ।।  
হঠাৎ শিরে লাগল আঘাত বনের শাখাজলে,  
হঠাৎ হাতে নিবল আমার বাতি ।  
চেয়ে দেখি,পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্‌ কোলে-  
চেয়ে দেখি তিমিরগহন রাতি ।  
কেঁদে বলি মাথা কের নিচু,  
‘শক্তি আমার রইল না আর কিছু ।’  
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি, কখন পিছু পিছু  
এসেছে মোর চিরপথের সাথি ।।